আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার

ওয়ার্ল্ডভিউ

বৈশ্বিক সংকট ও ইসলামী বিকল্প

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার

ওয়ার্ল্ডভিউ

বৈশ্বিক সংকট ও ইসলামী বিকল্প

মূল

ড. আসাদ জামান

অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল রায়হান

সম্পাদনা : ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি

ভূমিকা : আসিফ আদনান

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা
বুকস

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার ওয়ার্ল্ডভিউ

বৈশ্বিক সংকট ও ইসলামী বিকল্প

মূল	ড. আসাদ জামান
অনুবাদ	আবদুল্লাহ আল রায়হান
সম্পাদনা	ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি
ভূমিকা	আসিফ আদনান
প্রথম প্রকাশ	বইমেলা, ২০২৫ খ্রি.
প্রচ্ছদ	খন্দকার যুবাইর
বানান সমন্বয়	শব্দবুনন
পৃষ্ঠাসজ্জা	টিম ফাউন্টেন
স্বত্ব	প্রকাশক
প্রকাশক	আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা	ইন্তিফাদা বুকস
পরিবেশনা	ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র	দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট ১ম তলা, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন: +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস) +৮৮০ ১৭১৬৭-৯৭৫৪৯ (অফিস)
অনলাইন পরিবেশক	rokomari - wafilife
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৬০-৫-৩

মুদ্রিত মূল্য : ৫৬০ ৳

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা । ৭

অনুবাদের ভূমিকা । ৯

লেখকের কথা । ১২

সম্পাদকের ভূমিকা । ১৫

পরিভাষা কোষ । ২০

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপীয় ইতিহাসের পর্যালোচনা । ২৫

ইউরোপীয়দের আলোকায়ন প্রকল্প: বাতির নিচে অন্ধকার । ৬০

আধুনিকায়ন তত্ত্বের গলদ । ৬৫

ডিকোডিং সেক্যুলারিজম: পরিবার ও শিক্ষার অবক্ষয় এবং পশ্চিমা আধিপত্যের প্রভাব । ৭১

পশ্চিমের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং সমাজের উপর তার প্রভাব: সত্তরের দশকের হিপ্পি মুভমেন্ট । ৭৭

ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিকতার উত্তরাধিকার: ঐতিহাসিক যুলুম এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উপর এর প্রভাব । ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিবেশ এবং উপনিবেশায়নের ইতিহাস । ৮৪

পশ্চিমা শ্রেষ্ঠত্বের প্রবণতা কীভাবে তাদেরকে স্থানীয়দের জ্ঞান এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল সংকেত দিয়েছে । ৯৭

এলিটদের ওপরে পশ্চিমা প্রভাবে সৃষ্ট সঙ্কট । ১০৩

তৃতীয় অধ্যায়

উন্নয়ন: ঘুমপাড়ানি গল্প এবং বাস্তবতা । ১১১

মিথ ০১: ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ডিটারমিনিজম । ১২০

মিথ ০২: পৃথিবী কেবল কিছু বস্তুগত উপাদানে তৈরি । ১২৪

মিথ ০৩: ‘নিরপেক্ষ ইতিহাস’ । ১২৯
মিথ ০৪: আলোকায়ন প্রকল্প । ১৩৪
মিথ ০৫: হোয়াইট ম্যান’স বার্ডেন । ১৩৭
মিথ ০৬: ইউরোপীয়ানদের বিশ্বজয়ের রহস্য । ১৪৩
মিথ ০৭: হোয়াইট সুপ্রিমেসি । ১৫০
মিথ ০৮: প্রাচ্যের স্বেচ্ছাচারিতা । ১৫৩
মিথ ০৯: ভিকটিম ব্লেইমিং । ১৫৯
মিথ ১০: সম্পদ আর স্বাধীনতাই যখন উন্নতির মাপকাঠি । ১৬৫
মিথ ১১: পশ্চিমাদের প্রজ্ঞা । ১৭১
মিথ ১২: পশ্চিমাদের প্রগতি । ১৭৭
উপসংহার । ১৮৫
উন্নয়ন কৌশলের ব্যর্থতা । ১৯০

চতুর্থ অধ্যায়

মার্কেট ইকোনমি । ১৯৩
মার্কেট ইকোনমির আবির্ভাব । ১৯৬
মার্কেট ইকোনমির উপাদান । ২০০
বাজার বনাম সমাজ । ২০৮

পঞ্চম অধ্যায়

মার্কেট ইডিওলজির ব্যাপকতা । ২২২
প্রবৃদ্ধির নীতিমালা । ২৩৬
চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কট । ২৪১

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমৃদ্ধির উপায় । ২৪৯
বাজার বনাম সমাজ । ২৫১

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামী সমাজের পুনর্নির্মাণ । ২৭০
ইসলামী অর্থনীতি । ৩০৩
রেফারেন্স হিসেবে আসা বইগুলোর তালিকা । ৩১৯

প্রকাশকের কথা

ওয়ার্ল্ডভিউ কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কাছাকাছি কিছু শব্দ থাকলেও মূল শব্দের তুলনায় সেগুলো নিতান্তই হালকা গোছের। পক্ষান্তরে ওয়ার্ল্ডভিউ যথেষ্ট ভারী শব্দ।

সংক্ষেপে বললে ওয়ার্ল্ডভিউ হচ্ছে মানুষের চিন্তা করার ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার কাঠামো বা ছাঁচ। মানুষের বাহ্যিক চোখে সবসময় চশমার প্রয়োজন হয় না; তবে চিন্তার চোখে কোনো না কোনো চশমা থাকেই। সেই চশমাগুলো হয় বিচিত্র সব কালারের। সেসব চশমার রঙ অনুযায়ী প্রত্যেকের চিন্তা রঙ ধারণ করে। চিন্তার চোখের ওপর থাকা সেই চশমাটার নাম হচ্ছে ওয়ার্ল্ডভিউ—সংক্ষেপে চিন্তা-চোখের চশমা। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তাদের চিন্তার চোখে যে ব্র্যান্ডের চশমা ব্যবহার করছেন, তার নাম আধুনিকতা। একটু বৃহৎ পরিসরে আমরা একে বলছি—আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা। কারণ এই চশমাটা এখন আর পছন্দের বিষয় নেই, বরং সিস্টেম বা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা যে ওয়ার্ল্ডভিউর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা মূলত পাশ্চাত্যের ধর্মবিচ্ছিন্ন, বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদী চিন্তাগুলোর সমষ্টি। এটি ব্যক্তিকে স্বার্থপরতা, সমাজকে শ্রেণিবৈষম্য, অর্থনীতিকে মুনাফাকেন্দ্রিকতা, রাজনীতিকে আধিপত্যবাদ এবং জ্ঞানকে সেক্যুলার কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। ফলে, এই বিশ্বব্যবস্থা একটি সংকটগ্রস্ত সমাজ তৈরি করেছে, যেখানে ন্যায়বিচার নয়, বরং শক্তিই সবকিছু নির্ধারণ করে।

আধুনিক ওয়ার্ল্ডভিউ থেকে গঠিত বিশ্বব্যবস্থার সবচেয়ে সুস্পষ্ট ফসল হলো বর্তমান বৈশ্বিক সংকট। অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক আগ্রাসন, মূল্যবোধের সংকট, সামাজিক অবক্ষয়—এসবই এই ওয়ার্ল্ডভিউর অবশ্যম্ভাবী

পরিণতি। এই সংকট শুধু অর্থনীতি বা রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের নৈতিক ও আত্মিক সত্তাকেও ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে।

বইয়ের মূল লেখক ড. আসাদ জামানের পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই। আসিফ আদনান ভাইয়ের চিন্তামূলক লেখালেখি যারা গভীরভাবে পড়েছেন, তারা ভদ্রলোককে চেনার কথা। বইটি দীর্ঘসময় নিয়ে অনুবাদ করেছেন আবদুল্লাহ আল রায়হান ভাই, আশা করি এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। অনুবাদককে নানাভাবে উৎসাহিত করে এবং তাড়া দিয়ে পাশে থেকেছেন আবু বকর সিদ্দীক, তার নাম না নিলে অকৃতজ্ঞতা হবে। যারপরনাই ব্যস্ততা পাশে রেখে ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি ভাই অনুবাদটি সম্পাদনা ও যাচাই-বাছাই করেছেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে কাজটিকে সর্বোচ্চ সুন্দর করতে সহযোগিতা করেছেন, কৃতজ্ঞতা আদায় করে তার মূল্য পরিশোধ করা যাবে না। বানান সমন্বয়ের কথা বলে ভাষা সমন্বয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার পর দিনরাত এক করে নাফিস নাওয়ার ভাই যে শ্রম দিয়েছেন, তা আর কেউ না জানলেও উপরওয়ালা ঠিকই দেখেছেন, বিনিময়টা তিনিই দিবেন। সর্বোপরি অনুবাদের ভূমিকা লিখে আসিফ আদনান ভাই বইটির ষোলকলাই যে পূর্ণ করে দিয়েছেন, উপরে কৃতজ্ঞতার সব ভাষা ব্যবহার করে ফেলার পর এখন আর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এই জায়গাটা পাঠকের জন্য বরাদ্দ থাকল।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশক, ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
১০-০২-২৫
রাত: ০৪:২০

অনুবাদের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর দিকেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীদের উপর।

কেউ যদি দু'চোখে ভিন্ন ভিন্ন দুটো চশমার একটা করে লেন্স লাগিয়ে ঘোরে, তাহলে কী হবে একটু ভেবে দেখুন তো। চলতে গিয়ে বারবার সে হোঁচট খাবে। সমতল রাস্তাকে তার কাছে মনে হবে উঁচুনিচু, দেওয়ালকে লাগবে এবড়োথেবড়ো। কাছের জিনিসকে দূরে আর দূরের জিনিসকে সে কাছে দেখবে। তালগোল পাকিয়ে ফেলবে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আর গভীরতার মাপে। দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কাজও এমন মানুষের জন্য তখন খুব কঠিন হয়ে যাবে। জটিল এক বিশৃঙ্খলার মধ্যে আটকে যাবে তার জীবন।

আধুনিক সময়ে মুসলিমদের প্রতিনিয়ত এ ধরনের জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। বাস্তবতাকে দেখার ও বোঝার জন্য ইসলাম আমাদের দেয় একটা চশমা। আর আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা দেয় আরেকটা চশমা। এই দুই চশমার লেন্স, রঙ, ছাঁচ—সব আলাদা। কিন্তু আমরা এই দুই চশমা একই সাথে পরার চেষ্টা করছি। বিশ্বাসের দিক থেকে আমরা মুসলিম কিন্তু আজ আমাদের চিন্তাচেতনা ও এবং আচরণকে ঠিক করে দিচ্ছে পশ্চিম থেকে আসা চিন্তা ও বিশ্বাস।

একদিকে আমরা বলছি ইসলাম সত্য, সুন্দর। শ্রেষ্ঠ জীবনবিধান, একমাত্র অনুমোদিত জীবনবিধান। নিজেদের আমরা পরিচয় দিচ্ছি মুসলিম বলে। অন্যদিকে আমরা যে ধরনের জীবনে অভ্যস্ত, তার অনেক কিছুই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। শুধু তা-ই নয়, সমাজ ও আধুনিক সভ্যতার শেখানো

মূল্যবোধগুলো দিয়ে বিচার করতে গেলে ইসলামের অনেক অবস্থানকে ভুল বলে মনে হয়। আমরা প্রায় সবাই নিজেদের মধ্যে এই পরস্পর বিরোধিতাকে খুঁজে পাই। এটা দড়ি টানাটানির মতো একটা ব্যাপার। দুই অতিকায় প্রতিপক্ষ যেন দড়ি টানাটানি খেলছে। আর খেলার ময়দান হিসেবে বেছে নিয়েছে আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে।

এই সংঘাতের শেকড়, এই পরস্পর বিরোধিতার কারণ হলো, ইসলাম ও আধুনিক পশ্চিমা চিন্তা-দর্শন—এই দুই অবস্থানের মধ্যকার পার্থক্যগুলোকে চিনতে না পারা। এ দুই অবস্থানের ভিত্তি আর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্বকে বোঝার অপারগতা।

মুসলিম নামের অনেক মানুষ আছেন যারা পশ্চিমা দর্শন ও চিন্তাকে খুব কাছ থেকে, খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার সময় তারা এতোটাই প্রভাবিত হয়ে গেছেন যে, ইসলামকেও তারা পড়তে শুরু করেছেন পশ্চিমা চশমার ভেতর দিয়ে। বিপরীতে এমন অনেকেই আছেন যারা ইসলামী শরীয়াহ এবং ফিকহের উপর মজবুত ও বিস্তর জ্ঞান অর্জন করেছেন। কিন্তু পশ্চিমা চিন্তাকে তারা দেখেছেন কেবল ভাসাভাসাভাবে। তারা গাছের শাখার দিকে তাকিয়েছেন, শেকড়ের দিকে তাকাননি। তারা গাছের দিকে তাকিয়েছেন, কিন্তু বনকে দেখতে পাননি। ফলে বাহ্যিক কিছু সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তারা পশ্চিমা বিভিন্ন ধ্যানধারণা ও ব্যবস্থার ‘ইসলামীকরণ’-এর প্রকল্পে হাত দিয়ে ফেলেছেন।

এদিক থেকে ড. আসাদ যামানের বিশেষত্ব হলো—তিনি ঐ বিরল অ্যাকাডেমিকদের একজন, যারা পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শনে নিমগ্ন হয়ে একে ভালোভাবে বুঝেছেন, তারপর হিদায়াতের আলোতে ফিরে এসে সেগুলোকে বিচার করেছেন ওয়াহীর মাপকাঠিতে। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি এই সংঘাতের ব্যাপ্তি, প্রকার ও নানা ধরনের প্রকাশকে খুব স্পষ্টভাবে তাঁর লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানেই থেমে না থেকে তারপর কাজ শুরু করেছেন আধুনিক সময়ে মুসলিম চিন্তার এই সংকটের মোকাবেলায়।

তাঁর প্রকল্প জ্ঞানতাত্ত্বিক। ‘জ্ঞানের ইসলামীকরণ’-এর মতো পদ্ধতিগুলোর তুলনায় তাঁর এই প্রকল্প আরো বেশি বিস্তৃত, গভীর এবং আমার মতে, মজবুত। পশ্চিমা জ্ঞান ও চিন্তার গাছের শাখাপ্রশাখাকে কেটেছেঁটে ইসলামের সাথে

আপাতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার আগে তিনি মনোযোগী হয়েছেন এই গাছের শেকড় সন্ধানে, অতঃপর চিহ্নিত করেছেন ইসলামী অবস্থানের সাথে মৌলিক সংঘাতগুলোকে। তারপর আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাসের দিকে তাকিয়েছেন, বের করে এনেছেন ইসলামী ঐতিহ্যের আলোকে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি। ড. যামান তাঁর বিশ্লেষণে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নিয়েছেন। তাঁর আলোচনাগুলো থেকে নানা ময়দানে এগিয়ে যাবার কিছু না কিছু খোরাকি, কিছু না কিছু দিকনির্দেশনা আপনি পেয়ে যাবেন নিশ্চিত। দক্ষভাবে তিনি এক সুতোয় বুনেছেন ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শনসহ নানা শাস্ত্র থেকে ছেঁকে আনা শিক্ষা ও উপলব্ধি। তারপর কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া চিরন্তন সত্যের দাঁড়িপাল্লায় মেপেছেন সেগুলো। ওয়াহীর শিক্ষাকে যুক্ত করে দিয়েছেন আধুনিক বাস্তবতার সাথে। তাঁর সব দাওয়াইয়ের সাথে পাঠক যদি একমত নাও হন, তবু তাঁর ডায়াগনসিসের সাথে একমত হবেন নিঃসন্দেহে।

***

আমরা, পুরো বিশ্ব এক যুগসন্ধির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, যদিও আমরা সেটা এখনো সচেতনভাবে বুঝে উঠতে পারছি না। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার সময় ফুরিয়ে গেছে। কাঠামো নিচ্ছে নতুন বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব। নতুন এই বিশ্ব যেমন অনেক সংঘাত নিয়ে আসবে, তেমনি নিয়ে আসবে অনেক সুযোগও। যুগসন্ধির এ সময়কে কাজে লাগানোর এক সুবর্ণ সুযোগ হয়তো অপেক্ষা করছে মুসলিমদের সামনে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সামনে। তবে সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইলে কাটিয়ে উঠতে হবে বিদ্যমান জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকট। আর এজন্যে দুই চশমার লেন্স বাদ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে হবে কেবল ওয়াহীর লেন্স দিয়ে। এক্ষেত্রে ড. আসাদ যামানের চিন্তা ও বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উপকারি হবে। স্নেহভাজন আবদুল্লাহ আল রায়হান উদ্যোগ নিয়ে তাঁর চিন্তাগুলোকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করেছে। আল্লাহ তার প্রচেষ্টা কবুল করুন, তাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমাদের সবাইকে এই কাজ থেকে উপকৃত হবার তাওফীক দান করুন।

আসিফ আদনান
শা’বান, ১৪৪৫ হিজরী

লেখকের কথা

পশ্চিমা সভ্যতার শোষণতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের (Hegemony) মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে যে মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা ইসলামের আক্বীদা এবং আদর্শের সাথে মৌলিকভাবেই সাংঘর্ষিক। পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে দুনিয়ার প্রতি মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিচ্ছে, কুরআন সেটা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ইসলাম সম্পর্কে সচেতন ধারণা না থাকায় এই পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ মুসলিমরা এমন সব ধ্যানধারণা গ্রহণ করে নেয়, যেগুলো ইসলামকে বিশুদ্ধভাবে এবং ভালোভাবে বোঝার পথে তাদের সামনে অনতিক্রম্য এক প্রাচীরকে দাঁড় করিয়ে দেয়। ইসলামের বার্তা দুনিয়াকে একসময় আন্দোলিত করেছিল। ইসলামকে গ্রহণ করে আরবের অশিক্ষিত, বর্বর বেদুইনরা পরিণত হয়েছিল দুনিয়ার শাসকে। একসময়ের বর্বর এই মানুষগুলোই এমন একটা সভ্যতা তৈরি করেছিল, যা পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিয়ে নেতৃত্বের আসনে ছিল হাজার বছর যাবত। এরকম ঘটনার নযীর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই এবং নিঃসন্দেহে এটা ইসলামের মহান ও কার্যকর শক্তিমত্তারই প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—সাড়ে চৌদ্দশ’ বছর আগের ইসলামের সেই শক্তিমত্তা কি এখনো অটুট আছে?

উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, ইসলামের সেই শক্তিমত্তা এখনো অটুট আছে। এই বিস্ময়কর শক্তি কেউ অস্বীকার করতে না পারলেও পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা এক্ষেত্রে হাস্যকর একটা কথার অবতারণা করে বসেন। তারা বলেন—ইসলাম কার্যকর ছিল চৌদ্দশ’ বছর আগের সেই পুরাতন সময়ের জন্য, বর্তমান সময়ের জন্য ইসলাম প্রযোজ্য নয়। এদের সুরে সুর মিলিয়ে একদল মুসলিমও একই ধরনের কথা বলে এবং এটা বিশ্বাসও করে। তাদের ভাষায়, ইসলাম এখন সেকেলে, অচল হয়ে গেছে। তারা মনে করে, পৃথিবীকে যদি দেওয়ার মতো ইসলামের আদৌ কিছু থাকতো, তাহলে মুসলিমদের আজ এমন দুরবস্থা হতো না। তাই তারা বলে, মাত্র গত কয়েক শতাব্দী আগে জন্ম নেওয়া পশ্চিমা চিন্তাচেতনা এবং

দর্শন গ্রহণ করে নেওয়ার মধ্যেই নাকি লুকিয়ে আছে মুসলিমদের উন্নতির মন্ত্র!

ইসলামের প্রায়োগিক দিক আজ হারিয়ে গেছে, কোথাও এর প্রতিফলন দেখা যায় না আর। রাসূল ﷺ যেমন বলেছিলেন—ইসলাম এসেছে অপরিচিত অবস্থায় এবং ইসলাম আবার একসময় অপরিচিত হয়ে যাবে।

ইসলাম কোনো তত্ত্ব, আদর্শ কিংবা দর্শন নয়। ইসলাম একটা জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থা আজ কোনো মুসলিমের মধ্যে দেখা যায় না। মুসলিমদের কোনো রাজনৈতিক কাঠামোতেই আজ আর ইসলাম নেই। অর্থনীতি এবং বাজারব্যবস্থার যে বিশেষ ইসলামী রীতি, সেটা তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনে নেই। মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত যে শিক্ষাব্যবস্থা, সেটাও নবী কারীম ﷺ-এর প্রণীত সেই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে না। সমাজের দরিদ্র ও অসহায়দের কল্যাণে ইসলামের যে প্রকল্প, সেটাও আজ তাদের সমাজে বাস্তবায়িত নয়। মোদ্দাকথা, মুসলিমদের জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আজ আমরা ইসলামকে দেখতে পাই না। ইসলামের সামগ্রিক অনুসরণ নেই মুসলিমদের মাঝে।

১৪০০ বছর আগে ইসলামের বার্তা যেমন পরিষ্কার, স্পষ্ট আর কার্যকরী ছিল, ১৪০০ বছর পরে আজকের এই সময়েও ইসলামের বার্তা ঠিক তেমনই স্পষ্ট ও কার্যকরী অবস্থায় আছে। আমাদের সম্মান, প্রতিপত্তি এবং সমৃদ্ধি অর্জনের উপায় নিহিত আছে একমাত্র ইসলামকে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার মধ্যে। আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন ইসলামের মাধ্যমেই। উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময় বায়তুল মাক্বদিসের বিজয়কালে তিনি তাঁর প্রতিনিধি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন—“আমরা সেই জাতি, যাদের মহান আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আমরা যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সম্মান খুঁজি, তাহলে আল্লাহ আমাদের অসম্মানিত করবেন।”

যে শক্তিমত্তার বলে ইসলাম তৎকালীন আরবসহ সারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল, সেই সম্ভাবনা আর শক্তিমত্তা এখনো ইসলামের মধ্যে বহাল তবিয়তে আছে। ওয়াল্লাহি, যে ইসলাম দুনিয়াবাসীর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত সর্বোচ্চ নি›আমত, সেই ইসলামে এবং সেই ইসলামের কার্যকারিতায় কোনো কমতি কিংবা খুঁত থাকতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা›আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন: “আজ আমি তোমাদের

প্রতি এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নি'আমতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম আর একমাত্র এই দ্বীনকেই তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (কুরআন, ০৫:০৩)

ইসলাম যেমন ১৪০০ বছর আগে বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক ছিল, মানবতাকে অজ্ঞতার অন্ধকার গুহা থেকে উদ্ধারে যেমন আলোর মশালধারী ছিল, আজও ঠিক তেমনটাই রয়েছে। আজও পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে ইসলামের সেই কার্যকারিতা, সেই শক্তিমত্তা। এই হিদায়াতকে বুঝার জন্য, এই হিদায়াতের কার্যকারিতা পাওয়ার জন্য চোখ থেকে খুলে ফেলতে হবে পশ্চিমা চশমা। সেই পশ্চিমা প্যারাডাইম বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনাকে শিফট করতে হবে, বের হয়ে আসতে হবে। এটা একটু কঠিন বটে, কারণ দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ত্যাগ করা মানুষের জন্য একটু কষ্টকরই। কিন্তু সত্য খোঁজার জন্য এইটুকুন কষ্ট আপনাকে করতেই হবে। আমাদের সামনে যা কিছুই উপস্থাপিত হয়, সেগুলোকে যাচাই করার জন্য, নিরীক্ষা করার জন্য আমরা আমাদের বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে থাকি। আমরা যেসব পশ্চিমা ধ্যানধারণা এবং আদর্শে বিশ্বাস করি অথবা জেনে-না জেনে যেগুলোর চর্চা করি, তার অধিকাংশের সাথেই ইসলামের আছে প্রত্যক্ষ বিরোধ। আমরা যদি একটা একটা করে আমাদের সচেতন মস্তিষ্কে সেসব পরখ করে দেখি, তাহলে একটা একটা করে সেগুলো ছুড়ে ফেলতে বাধ্য হবো।

কোনো একটা বিশ্বাস অথবা আদর্শ তখনই অর্থবহ অথবা কার্যকর মনে হয়, যখন তার সবগুলো মূলনীতিকে একত্রে গ্রহণ করা হয়। একটা মানলাম আরেকটা ছাড়লাম, এরকম করলে তো সেই বিশ্বাস অথবা আদর্শ খাপছাড়া মনে হবেই। তাই ইসলামকে বুঝতে হলে, এর কার্যকারিতা পেতে হলে একে পুরোপুরি নিতে হবে। যেমনটা কুরআনে বলা হয়েছে—"আর যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করো।" (কুরআন ২:২০৮)

এর সাথে কিছুটা পশ্চিমা অথবা অন্য কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির ধ্যানধারণা মিশিয়ে নিলে হবে না। হ্যাঁ, বিদ্যমান একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসা একটু কঠিন। কিন্তু বিকল্প আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি পেতে হলে আগের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে পুরোপুরি ত্যাগ করতেই হবে। তাই ইসলামকে বুঝতে হলে কেবল ইসলামের মূলনীতির আলোকেই বুঝতে হবে, ইসলামকে ইসলামের মতো করেই বুঝতে হবে। এটাই একমাত্র পথ, এটা ছাড়া আর ভিন্ন কোনো পথ নেই।

সম্পাদকের ভূমিকা

ওয়ার্ল্ডভিউ বা বিশ্বদর্শন কী? যে চোখে আপনি বিশ্বকে দেখেন। এই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি বিষয়আশয়-কে আপনি যেভাবে দেখেন, যেভাবে নেন, যেভাবে বিবেচনা করেন—সেটাই আপনার ওয়ার্ল্ডভিউ বা বিশ্বদর্শন। ধরুন আপনি নিজে। আপনার ওয়ার্ল্ডভিউ গঠন করেছে খানিকটা আপনার ধর্ম, খানিকটা আপনার পরিবার (বাবা-মা), আপনার শিক্ষকেরা, আপনার পাঠ্যবইগুলো, টিভি-প্রোগ্রামগুলো, যেসব পেপার-পত্রিকা আপনি পড়েছেন, যেসব বন্ধুবান্ধবের সাথে চলেছেন। এভাবেই তৈরি হয়েছে আপনার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনা। আপনার নিজের ওয়ার্ল্ডভিউ।

সমস্যা হল, আমাদের ওয়ার্ল্ডভিউ যে বা যারা গঠন করে, তারা সবাই এমন একটা ওয়ার্ল্ডভিউর অংশ যা অপূর্ণাঙ্গ ও অপরিপক্ক। যা বহু মৌলিক প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম। যেমন: জন্মের আগে আমি কোথায় ছিলাম, বা মৃত্যুর পরে আমি কোথায় যাব? মূলত এই দুই প্রশ্নের উপরই নির্ভর করবে আমার এই কাটানো জীবনটার উদ্দেশ্য কী হবে। শতভাগ মানবরচিত বিশ্বদর্শনের কাছে এর উত্তর নেই। কারণ এই ত্রিমাত্রিক বিশ্বের বাইরে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। ত্রিমাত্রিক ব্যাখ্যা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। স্থান-কালের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সামগ্রিকভাবে কিছু দেখতে পাই না। ত্রিমাত্রিক বস্তুজগতের এক ছোট্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ এই ওয়ার্ল্ডভিউ ট্রায়াল-এরর করে করে এগোয়। যে এররের মাশুল গিনিপিগ হয়ে চুকাতে হয় কোটি কোটি মানুষকে।

স্থান-কালের বাইরে দাঁড়িয়ে যদি কেউ এই জগতকে দেখত, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত যার সামনে একটা খোলা চিঠির অক্ষরের মতো একইসাথে বর্তমান। যিনি খোদ বানিয়েছেন ল’-অফ-ন্যাচার, খোদ নির্ধারণ করেছেন এই মহাবুনটের ধ্রুবকগুলো। কেমন হয়, যদি তিনি কোনো রাস্তা বলে দেন? যদি

তিনি জানিয়ে দেন আমরা কোথায় ছিলাম, আবার কোথায় যাবো? জানিয়ে দেন অদেখা সেই জগতের খুঁটিনাটি। যিনি জানেন, তিনি কিভাবে মানুষ বানিয়েছেন। মানুষের বায়োলজি, সাইকোলজি, নারী-পুরুষের আলাদা আলাদা সবকিছু। তিনি যদি দেন কোন ব্যক্তিব্যবস্থাপনা, কোনো পরিবার-ব্যবস্থাপনা? ১০০ জন মানুষের সামষ্টিক শরীর-মন কীভাবে ফাংশন করে, তা তাঁর অজানা নয়। তিনি যদি দেন কোনো সমাজ-ব্যবস্থাপনা, অর্থব্যবস্থা? ১ কোটি মানুষের শরীর একসাথে ফাংশন করানোর প্রক্রিয়াও তাঁর জানা। তিনি যদি দেন কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা-বিচার-ব্যবস্থা? তিনি যদি দেন কোনো বিশ্বদর্শন?

প্রথমে আপনাকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে, এমন কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন কিনা। বিজ্ঞান এই বস্তুবাদী বিশ্বদর্শনের এক মুখপাত্র। সে আপনাকে বড়জোর বলবে এই ঘটনাটা সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়া সম্ভব কিনা। কিন্তু সে কখনোই আপনাকে বলবেনা যে স্রষ্টা নেই। কারণ এটা তার আওতার বাইরে। সুতরাং বিজ্ঞান সরিয়ে রেখে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে। কাজে লাগাতে হবে নিজের অনুভবকে এবং যুক্তিকে। এই নিখুঁত বিশ্ব, ত্রুটিহীন প্রাকৃতিক আইন, এই ব্যবস্থার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্রুবক, যা নড়ে গেলে সব ধ্বংস। কোষে কোষে এই জটিল আণুবীক্ষণিক ব্যবস্থাপনা। এসব ঝড়ে-বাতাসে-বজ্রপাতে সম্ভব? নাকি এক সূক্ষ্মদর্শী মহাপরিকল্পনাকারী থাকা অপরিহার্য। নিজের অনুভবে খুঁজে পেতে হয় সেই অনিবার্য, অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী সচেতন সত্তাকে।

দ্বিতীয় যে সিদ্ধান্তে আপনাকে আসতে হবে তা হল, সেই সচেতন সত্তা কি বিবাগী, বৈরাগী, ভবঘুরে টাইপ? নাকি সযত্ন-সস্নেহ-মমতাময় কেউ? তাঁর সৃষ্টিশৈলী আপনাকে জানাবে তিনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেছেন, নাকি সযতনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হিসেব করে পরিকল্পনা করে সৃষ্টি করেছেন। এই মহাসৃষ্টির মাঝে যে পরিকল্পনার ছাপ, যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেবনিকেশের ছাপ তাতে তাঁকে উদাসীন বিবাগী মনে হওয়া কষ্টকর। তাঁর সূক্ষ্মদর্শী ও উদ্দেশ্যময় হওয়া অনিবার্য।

তৃতীয়তঃ তিনি যদি সযতন মমতাময় সত্তা হয়ে থাকেন, তবে মানুষকে ক্ষতিকর নৈরাজ্যের মাঝে ছেড়ে দেয়া তাঁকে মানায় না। অবশ্যই মানুষের কল্যাণার্থে সঠিক পথনির্দেশ তাঁর পক্ষ থেকে আসার কথা। এটাও অনিবার্য।

তিনি সযতনে উদ্দেশ্য নিয়ে বানিয়েছেন, অথচ মানুষকে তার নিজজ্ঞানের উপর ট্রায়াল-এররের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবেন, এটা হতে পারে না। এটা দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক।

এখন আপনাকে সেই মহাসত্য খুঁজতে হবে। এটা আপনার দায়িত্ব ও আপনার জন্য অপরিহার্য। আপনি যদি সেই বার্তা খুঁজে বের করতে না পারেন, তবে গিনিপিগ আপনি ধ্বংস। আপনার ইহকাল ভুলপথে চলে, ভুল ওয়ার্ল্ডভিউর ট্রায়াল-এররের মাঝে পড়ে ধ্বংস। আর মৃত্যুর পর কী হবে, তা তো আপনি জানেনই না। আপনার বিশ্বদর্শন তা আপনাকে জানাতে ব্যর্থ।

বস্তুজগতের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিন্ন ওয়ার্ল্ডভিউ দিয়ে বিশ্বকে চেনায় ধর্মগুলো। এখন আপনি বলবেন, ধর্ম তো বহু, সবগুলোই নিজেকে সত্য দাবি করে। ‘ধর্ম বহু, তার মানে সবই ভুল’— এটা যুক্তিহীন গা-বাঁচানো সিদ্ধান্ত। আপনার গা কিন্তু আসলে বাঁচছে না, উটপাখির মত মাথা গর্তে ঢুকালেই কিন্তু সমস্যা মিটছে না। ৭ মহিলা এক বাচ্চার মা দাবি করছে, অতএব এই বাচ্চার আসলে কোনো মা নেই— এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা মূর্খতা। আপনাকে তাহলে বিবেক-বিবেচনা দেয়া হয়েছে কীসের জন্য। এই সিদ্ধান্ত কুকুর-বিড়াল-গরু-ছাগলে মানায়, মানুষে মানায় না। অবশ্যই আপনাকে গা বাঁচাতে হলে এই বাচ্চার আসল মা খুঁজতে হবে। এই বাচ্চার যে একজন মা আছে, তা তো অনিবার্য। সেই মহাসত্য খুঁজে বের করার দায় খাঁড়ার মত ঝুলছে আপনার উপর। নইলে ইহকাল শেষ, পরকাল থেকে থাকলে তা-ও শেষ। খুঁজে আপনাকে পেতেই হবে সেই ওয়ার্ল্ডভিউ।

খুঁজতে খুঁজতে ধরেন আপনি পেয়ে গেলেন এমন একজন মানুষকে, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় মিথ্যে বলেছেন, এমন কথা তাঁর শত্রুও বলতে পারেনি। মানুষ যে যে কারণে মিথ্যা বলে (সম্পদ, নেতৃত্ব, মর্যাদা, নারী); সেসব তাঁকে অফার করা সত্ত্বেও তিনি তা নেননি এক মহান মিশনের জন্য। কিছু একটা বার্তা পৌঁছানোর জন্য তিনি প্রাণের ভয়ও করেননি, প্রলোভনও নেননি। বরং এই বার্তা পৌঁছাতে গিয়ে ৩ গুণ বেশি শত্রুর সাথে লড়তে গিয়ে জীবন হুমকিতে ফেলেছেন, হেলমেট ভেঙে মাথার ভিতর ঢুকে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন, ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের খেজুরপাকা গরমে পাড়ি দিয়েছেন ৬৮৭

কিলোমিটার (তাবুক)। রাতে লম্বা নামাযে রস জমেছে পায়ে। মাসের পর মাস ৯ পরিবারের কোনোটিতেই চুলা জ্বলেনি। পা টানটান করে শোবার জায়গাটুকু ছিল না ঘরে। এ জীবন পাবার জন্য কেউ মিথ্যা বলেছে, যুক্তিতে ধরে না। এসব স্রেফ পৌরাণিক উপাখ্যান নয়, এসব অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাজানো পদ্ধতিতে যাচাইকৃত বর্ণনাপরম্পরা। প্রত্যেক বর্ণনাকারীর সততা বহুসাক্ষ্যে প্রমাণিত। বহুকাল পরে সংকলিত কোনো রূপকথা নয়। রীতিমত লাইভ লিখিত-চর্চিত-বর্ণিত তথ্য, যা ইতিহাসের কালপ্রবাহে হারিয়ে যায়নি এক মুহূর্তের জন্যও। এই মানুষটার সততা ও সত্যতা অস্বীকার করা যায় না, যুক্তিতে আসে না।

চতুর্থতঃ এই মানুষটা কী বলতে চাচ্ছিলেন? কী সেই বার্তা, যা না পৌঁছে দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন? কী এমন বার্তা, যার জন্য এত কষ্ট ভোগ করা যায়, এত প্রলোভন পায়ে ঠেলা যায়, এতো ত্যাগ স্বীকার করা যায়? এবার বসুন সেই বার্তা নিয়ে। কাভার-টু-কাভার। এ তো এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্বদর্শন। জন্মের আগে কোথায় ছিলাম? মৃত্যুর পর কোথায় যাব? কেন এই অস্তিত্ব? এই যাত্রায় কারা কারা আমার বন্ধু, কারা শত্রু? কে তিনি, কী সম্পর্ক আমার সাথে তাঁর? কেন বানালেন আমাকে, কী চান তিনি আমার কাছে? সব। আছে ব্যক্তিজীবন পরিচালন-নীতি, পরিবারনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, পৌরনীতি, যুদ্ধনীতি, আইন-বিচারনীতি, ব্যবসানীতি। যা যা লাগে মানুষের, সকল কিছুর মূলনীতি দেয়া আছে তাতে। এক আশ্চর্য গ্রন্থ, যার উদ্দিষ্ট সেকেন্ড পার্সন আপনিই। আপনাকেই বলা হচ্ছে কথাগুলো। যারা স্রষ্টাকে জেনে-মেনে জীবন কাটাতে চায়, এই কিতাব তাদের পথনির্দেশ, তাদের ওয়ার্ল্ডভিউ; এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। যে মানলো, সে বেঁচে গেল এই-ওই জীবনে। আর যে মানল না, তার জীবন গিনিপিগের জীবন—‘উলাইকা কাল আনআম, বা হুম আদল্ল্’, কিংবা তার চেয়ে নিকৃষ্ট। তার মৃত্যুর পর অনন্ত আগুনে চিরযন্ত্রণা।

ইসলাম এক স্বতন্ত্র ওয়ার্ল্ডভিউ। কোন ট্রায়াল-এরর করে মানুষকে গিনিপিগ বানিয়ে নয়। বরং যাঁর জ্ঞান কমপ্লিট, তিনিই দিয়েছেন এটা। ‘যিনি বানিয়েছেন, তিনিই কি জানবেন না?’। মানুষের বায়োলজি-সাইকোলজি, মানুষের বায়োসোশিওলজি, কালেক্টিভ সাইকোলজি, ইকোলজি সকল ফিতরাতের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে দিয়েছেন ফিতরাতী ওয়ার্ল্ডভিউ। যা মেনে

চললে শরীর-মন-সমাজ-বাজার-দেশ-পরিবেশ সবকিছু স্মুথলি চলবে, সব সমস্যার সমাধান হবে। জীবন হবে ফুরফুরে, জালেমের জুলুম হবে খতম, দুর্বল পাবে ইনসাফ। যেটা যেভাবে চলার, সেটা সেভাবে চলবে।

খ্যাতিমান অর্থনিতিবিদ ড. আসাদ জামানের এই বইটি আপনাকে পরতে পরতে উন্মোচন করে দেখাবে সেই ওয়ার্ল্ডভিউ। আর মানবরচিত ওয়ার্ল্ডভিউর অসারতা। আব্দুল্লাহ আল রায়হানের হাতে পড়ে বইটি যেন বাংলা ভাষায় তার উপযুক্ত হকদাতার হাতেই পড়েছে। দর্শন ও অর্থনীতির পূর্বজ্ঞান থাকা বইটি অনুবাদের জন্য জরুরি ছিল। একাডেমিক ধাঁচের বইটিকে সাধারণের পাঠযোগ্য করতে অনুবাদকের কসরত প্রশংসার দাবিদার। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় টীকা দিয়ে আলোচিত বিষয়ের পূর্বজ্ঞান উপস্থাপন সেই চেষ্টাকে সার্থক করেছে।

প্রকাশক ফাউন্টেন পাবলিকেশন ইতোমধ্যেই নানান আন্তর্জাতিক একাডেমিক বই বাঙলাভাষী পাঠকের নাগালে এনে অনন্য উচ্চতায় উঠে গেছে। এই বইটিও সেই মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করল। বই সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ উত্তম বদলা দান করুন। ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নিছক ‘ধর্ম’ থেকে ইসলামকে ‘ওয়ার্ল্ডভিউ বা বিশ্বদর্শন’ হিসেবে চেনানোর ক্ষেত্রে বইটি মকবুল হোক।

শামসুল আরেফীন

১০.১০.২৪